মাশরুম চাষে স্বাবলম্বী ধামরাইয়ের জহিরুল

২০০ টাকায় শুরু, এখন মাসে আয় ৮০ হাজার টাকা

প্রকাশ : রোববার ২ নভেম্বর ২০২৫, ০০:৫৪
মুদ্রিত সংস্করণ

Copy link

নবীন চৌধুরী ধামরাই (ঢাকা)

ঢাকার ধামরাই উপজেলার কুল্লা ইউনিয়নের আড়ালিয়া গ্রামের কৃষক জহিরুল ইসলাম এখন এলাকায় অনুপ্রেরণার প্রতীক। মাত্র ২০০ টাকা পুঁজি নিয়ে শুরু করা তার মাশরুম চাষ এখন লাখ টাকার ব্যবসা। বর্তমানে তিনি মাসে আয় করছেন প্রায় ৮০ হাজার টাকা। পাশাপাশি অন্যদেরও প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন এ লাভজনক কৃষিপণ্যের চাষে।

প্রবাস ফেরত জহিরুল এক সময় ছিলেন চরম আর্থিক সঙ্কটে। মালয়েশিয়া থেকে দেশে ফিরে চাকরি না পেয়ে হতাশায় ছিলেন তিনি। ভাইদের সহায়তা না পেয়ে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে কষ্টে চলছিল সংসার। এমন সময় সাভার মাশরুম সেন্টারে একদিনের প্রশিক্ষণের সুযোগ পান তিনি। সেখান থেকেই শুরু হয় তার ভাগ্য পরিবর্তনের গল্প।

প্রথমে মাত্র ২০০ টাকা খরচে ১০-১২টি স্পন (মাশরুম বীজ) দিয়ে শুরু করেন। ছোট পরিসরে উৎপাদন করে সাভারের ফার্মেসিগুলোতে বিক্রি করতেন। কিছুদিন পর ১০ দিনের একটি প্রশিক্ষণ নেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আরিফুল ইসলামের সহায়তায়। এরপর পিডি আক্তারুজ্জামান কাকক-এর তত্ত্বাবধানে সাভার মাশরুম সেন্টার থেকে একটি সেড, একটি ভ্যানগাড়ি ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পান। সেখান থেকেই বড় পরিসরে বানিজ্যিকভাবে চাষ শুরু করেন তিনি।

বর্তমানে তার ফার্মে রয়েছে প্রায় ২০ হাজারেরও বেশি স্পন। ১০ শতাংশ জমিতে গড়ে তোলা ফার্মে প্রতিদিন ৩০০ বেড থেকে উৎপাদন হচ্ছে ২০-২৫ কেজি মাশরুম। বাজারে কেজিপ্রতি ২৫০-৪০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সব খরচ বাদে মাসিক মুনাফা দাঁড়ায় ৭৫-৮০ হাজার টাকা।

জাহিরুল ইসলাম বলেন, প্রথমে প্রতিদিন এক-দেড় কেজি মাশরুম পেতাম, এখন প্রতিদিন ১৫-২০ কেজি হয়। মাশরুম বিক্রিতে কোনো সমস্যা হয় না। প্রতিদিন সাভার মাশরুম সেন্টারে দিয়ে আসি। মাশরুম চাষে কিছুই অপচয় হয় না। উৎপাদনের পর অবশিষ্ট কাঠের গুঁড়া ও তুষ আবার আদা বা অন্যান্য ফসল চাষে কাজে লাগে। ধামরাই উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম বলেন, আধুনিক কৃষিতে তরুণ উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করছি। মাশরুম এখন ধামরাইয়ের সম্ভাবনাময় কৃষিপণ্য। এটি পুষ্টিকর, ঔষধি গুণে ভরপুর এবং বেকার তরুণদের কর্মসংস্থানের বড় মাধ্যম। নতুন উদ্যোক্তারা চাইলে মাত্র ২০০-৫০০ টাকায় মাশরুম চাষ শুরু করতে পারেন। এতে লোকসানের সম্ভাবনা একেবারেই কম।